REG. NO. C. 853

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

**জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী**

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৹ টাকা। নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে শ্রীবিজয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

লোহার

**কড়ি, বরগা,**

এঙ্গেল, করগেট, মটকা, পাটী, বল্ট, প্লেট ও ঢালাই রেলিং, পিলার, পাইপ প্রভৃতি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি ও ভিঃ পিঃ তে সত্বর মাল পাঠাই।

রঞ্জন এণ্ড কোং

৬৭।৪ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা

বড়বাজার।

২১শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২রা মাঘ বুধবার ১৩৪১ ইংরাজী 16th January 1935 | ৩৩শ সংখ্যা

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

## হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৪০ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ-আর-সি, এস, ইত্যাদি ; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস-এম-ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী, আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষং এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২৷৹, ছোট ১৷৹ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

## স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয় ; দেহ সতেজ হয় ; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲ ; ৩টী একত্রে ৫৷৹ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

**আর, লগিন্ এণ্ড কোং**

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

স্বাস্থ্য ও শক্তি অর্জ্জন করিতে

**সুরবল্লী কষায়**

সেবন করিতে আরম্ভ করুন। সকল বয়সে সকল ঋতুতে ব্যবহার করা যায়।

সেবনে কোন হাঙ্গামা নাই।

৫০ বৎসর পরীক্ষিত।

## সুরবল্লী কষায়

ভারতবাসীর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সালসা

পারদ ও রক্তদুষ্টির মহৌষধ

**সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ**

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

## টিপসহির কালী

পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।

মূল্য প্রতি কৌটা পাঁচ পয়সা।



সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

# জঙ্গিপুর সংবাদ।

২রা মাঘ বুধবার সন ১৩৪১ সাল।


## কাইজার-ই-হিন্দ-মেডেল।

জঙ্গিপুর সহরের অনতিদুরবর্ত্তী জরুর গ্রামখানি বর্ত্তমানে অতি ক্ষুদ্র হইলেও ভারতের ইতিহাসে ইহার স্থান আছে। মহারাজ নন্দকুমারের মাতামহালয় এই গ্রামে অবস্থিত ছিল। অনেকে বলেন মহারাজ এই গ্রামেই ভুমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

রায় উপাধিধারী একটী প্রাচীন সঙ্গতিপন্ন মান্যগণ্য বৈদ্যবংশ এই গ্রামের জমিদার। এতদঞ্চলে রায়জী মহাশয়দের বাড়ী বলিলেই ইঁহাদিগকেই বুঝায়। এই পরিবারের প্রবীণ ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র শশিভূষণ রায় মহাশয় জীবিত আছেন। ইঁহারা চারি সহোদর ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ৺উমাকান্ত রায় মহাশয়, মধ্যম ৺শ্রীকান্ত রায় মহাশয়, ন মধ্যম ৺কুলদাপ্রসাদ রায় মহাশয় ও কনিষ্ঠ শ্রীযুত শশিভূষণ রায় মহাশয়। সম্মানী লোকের নাম করিলে তাঁহার সম্মানের লাঘব করা হয় বলিয়া সাধারণে ইঁহাদের বড় রায়জী, মধ্যম রায়জী, ন রায়জী ও ছোট রায়জী বলিয়া উল্লেখ করিত। বর্ত্তমান কালেও আধুনিকরা শশিভূষণ রায় মহাশয়কে শশিবাবু বলিলেও পল্লী অঞ্চলে বা প্রবীণ লোকে তাঁহাকে ছোট রায়জী বলিয়া থাকে। জ্যেষ্ঠ উমাকান্ত রায় মহাশয় জঙ্গিপুর মহকুমার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। পশ্চিম বঙ্গের শ্রীখণ্ড সমাজ ও সপ্তগ্রাম সমাজের এমন বৈদ্যবংশ খুব বিরল যাহার সহিত রায় মহাশয়দের কোন না কোন কুটুম্বিতা না আছে। উমাকান্ত রায় মহাশয় সাংসারিক বা বৈষয়িক ব্যাপার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিতেন অন্য তিন সহোদর অবনত মস্তকে তাহা পালন করিতেন। ইঁহাদের আদর্শ ভ্রাতৃভাব দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইতেন। বড় রায়জী মহাশয়ের অতিথি সৎকার অতুলনীয়। স্নান আহারের সময় পরিচিত অপরিচিত পথিকেরও উমাকান্ত রায় মহাশয়ের সম্মুখ দিয়া জরুর হইতে অভুক্ত অবস্থায় গতায়াত সুকঠিন হইত। ইতর ভদ্র যিনিই হউন রায়জী মহাশয় তাহাকে স্বগৃহে স্নান আহার করাইয়া তবে ছাড়িতেন।

ছোট রায়জী (শশিবাবু) সে কালের এন্ট্রান্স পাশ করিয়া গভর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগের অফিসে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে পেন্সন পাইতেছেন। অবসর গ্রহণ করার পরও তিনি কোন দিন অলসভাবে দিন যাপন করেন নাই। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড, এগ্রিকালচার, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ইত্যাদি লোক-হিতকর প্রতিষ্ঠানে অবৈতনিক কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন। জরুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েতের কর্ম্মে যোগ্যতার জন্য সরকার তাঁহাকে দুইবার দুইটী ঘড়ি, একগাছি ছড়ি ও একটী অঙ্গুরী দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। এ বৎসর নববর্ষের উপাধি তালিকায় কৈসরী-হিন্দ-মেডেল প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে তাঁহার নাম দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। আমরা তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দন করিতেছি।

---

## ৺সুরেশচন্দ্র মিত্র উকিল মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ।

গত ২৯শে পৌষ ৺সুরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পুত্র আত্মজ ফণীভূষণ মিত্র মহাশয় তাঁহাদের পিতৃদেবের স্বর্গার্থে যথাশাস্ত্র যথাসাধ্য শ্রাদ্ধকর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়াছেন। অনাহূত সহস্রাধিক দরিদ্র নারায়ণকে ৴॥০ সের হিসাবে চাউল বিতরণ করিয়াছেন। আমরা পরলোকগত আত্মার অক্ষয় স্বর্গ কামনা করি।

---

## দেশবন্ধু পাঠাগার।

শীঘ্রই দেশবন্ধু পাঠাগারের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক লাইব্রেরী-সভার সভাপতি বঙ্গে লাইব্রেরী আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্ত্তক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য কুমার শ্রীযুক্ত মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় এম, এল, সি, মহোদয় উৎসব সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। আশা করি উৎসবের পূর্ব্বেই সাধারণের সাহায্যে পাঠাগারের অসমাপ্ত গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইবে। লাইব্রেরীর সাহায্যকল্পে আমরা স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

---

## পাঠাগারের জন্য দান।

গুজরাটের বিখ্যাত দানশীল বণিক জঙ্গিপুরের ভূত-পূর্ব্ব রেশম ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত রমণলাল চিনাই মহাশয় রঘুনাথগঞ্জ দেশবন্ধু পাঠাগারের গৃহনির্ম্মাণকল্পে ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন ও পরে আরও সাহায্য পাঠাইবার সঙ্কল্প জানাইয়া পাঠাগারের সভাপতি শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ রায় মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছেন। দাতা চিরং জীবতু।

---

## জঙ্গিপুর কৃষিশিল্প প্রদর্শনী।

গত ৫ই জানুয়ারী বিহার-উড়িষ্যার শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় এস, এ, আজিজ মহাশয় পূর্ণিয়া কৃষিশিল্প প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন কালে যে বক্তৃতা করিয়াছেন জঙ্গিপুর কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনীর প্রাক্কালে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন,—"যাঁহারা কৃষি কার্য্যে বা বিভিন্ন ক্ষুদ্র-বৃহৎ শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত আছেন প্রদর্শনী ক্ষেত্রে তাঁহারা স্ব স্ব উৎপন্ন বা রচিত বস্তু আনয়ন করায় ঐ সকল বস্তুর বিক্রয়, বিজ্ঞাপন ও বিনিময় যত অধিক পরিমাণে হইতে পারে এরূপ অন্যত্র হওয়া সম্ভবপর নহে। যাঁহারা জিনিষ উৎপন্ন করিবেন প্রদর্শনী যে কেবল তাঁহাদের পক্ষেই লাভজনক তাহা নহে, যাঁহারা জিনিষ খরিদ করিবেন তাঁহাদের পক্ষেও তুল্যরূপে সুবিধাকর। উৎপাদনকারীরা স্ব স্ব কার্য্যে কতদুর উন্নতি হইতে পারে ও সেই উন্নতি কি কি উপায় অবলম্বনে সম্ভবপর তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিবার অবসর পাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ক্রেতারাও দেশে কত রকমের কাজের জিনিষ উৎপন্ন হয় তাহা দেখিবার ও সুলভে কিনিবার সুবিধা পাইয়া থাকে।"

ধনবানেরা বড় বড় ব্যবসায়ে বিপুল অর্থের প্রয়োগ করিয়া বড় বড় কল কারখানা চালাইয়া লাভবান হইতে পারেন কিন্তু দরিদ্রের কুটীরে যে হাজার হাজার ছোট ছোট শিল্প একদিন দেশকে সম্পদশালী করিয়াছিল তাহা আজ আমাদের অবহেলায় লুপ্তপ্রায় হইতে বসিয়াছে একথা ভাবিবার আর আমাদের অবসর হয় না। দেশকে যদি সত্য সত্যই সমৃদ্ধি-সম্পন্ন করিতে হয় তবে ছোট ছোট গ্রাম্যশিল্পের পুনরুদ্ধার ও কৃষির উন্নতিসম্পাদন একান্ত প্রয়োজনীয়। কৃষিশিল্পে যেখানে যেখানে প্রাচীন পন্থা ও পুরাতন যন্ত্রের পরিবর্ত্তে নব্য পন্থা ও নূতন যন্ত্রের প্রবর্ত্তন হিতকর ও উন্নতিজনক বিবেচিত হয় তাহাদের প্রবর্ত্তন অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় প্রদর্শনী প্রত্যেকের মনে এই সকল চিন্তারও উদ্বোধন করিয়া থাকে।

স্থানীয় অনেক নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি—এত পয়সা খরচ করিয়া এ প্রদর্শনী করার সার্থকতা কি? যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে কৃষিশিল্পের উন্নতিকল্পে কি কি করণীয় তাহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য কৃষক ও শিল্পীর বাড়ীতে বাড়ীতে যাইতে হইলে যেরূপ ব্যয়বাহুল্য হইত—প্রদর্শনীতে সেরূপ ব্যয় নিশ্চয়ই হয় না। এই জন্যই পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশ-সমূহে প্রদর্শনীর এত আদর। সেখানে প্রদর্শনী শুধু কৃষি-শিল্পের উন্নতিসহায়ক নহে, শিক্ষাপ্রসারেরও যন্ত্র-স্বরূপ।

যিনি জঙ্গিপুরে এই প্রদর্শনীর প্রবর্ত্তক তিনি বাহ্য-আড়ম্বরের মোটেই পক্ষপাতী নহেন, লোকহিতকর কার্য্যই তাঁহার প্রিয়। শুধু প্রদর্শনীর প্রবর্ত্তনের দ্বারা নহে, সকল প্রকারে তিনি কৃষিশিল্পের উন্নতি চান। রেশম উৎপাদন ও লাক্ষার চাষ না থাকায় জঙ্গিপুরের আর্থিক অবস্থার যে কিরূপ দুর্গতি হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন কিন্তু রেশম ও লাক্ষার স্থান পূরণ করিবার মত আর কোন কোন জিনিষের আবাদ হইতে পারে, আর কোন কোন শিল্পের পুনরুন্নতি সম্ভব তৎসম্বন্ধে শুধু চিন্তা না করিয়া যথার্থ কার্য্যও তিনিই করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই নীরব কর্ম্মীর নিকট জঙ্গিপুর যথার্থই ঋণী।

(স্বাক্ষর) শ্রীবিষ্ণুপদ রায়।

---

## হজ যাত্রীদের সুবিধা।

আগামী ১৯৩৫ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী বাঙ্গালা ২৪শে মাঘ কলিকাতা হইতে একখানা হজযাত্রী জাহাজ ছাড়িবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। রমজান শরিফের পরেই এই জাহাজে যাইবার জন্য টিকিট বিক্রয় করিবার অফিস কলিকাতায় খোলা হইবে। এই জাহাজে যাইতে তৃতীয় শ্রেণীতে, জেদ্দা মক্কাশরিফে মোটর বা লরিতে যাতায়াত করিয়া জাহাজ ও রাস্তায় মায় খোরাকী ৪৯০৲ টাকা লাগিবে। যদি কেহ এই সঙ্গে মদিনা শরিফের জেয়ারতও করিতে চান তবে তাহাকে আরও ২৭৫৲ টাকা অতিরিক্ত দিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট আমাদের নিকট এ সম্বন্ধে বিস্তারিত মুদ্রিত সংবাদ পাঠাইয়াছেন।

---

## বিরাট দান।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহার নিজ জেলা রাজসাহী সহরে একটী আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজ স্থাপন জন্য ৭০,০০০৲ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ, বার্ষিক ৪২০০৲ টাকা লাভের সম্পত্তি এবং রাজসাহী সহরের একখানা সুবৃহৎ বাড়ী ও উহার আসবাবপত্র দান করিয়াছেন।

---

## মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় সমূহের বৃত্তি পরীক্ষার ফল।

ইতিপূর্ব্বে আমরা রঘুনাথগঞ্জ এম, ই স্কুলের বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণের নাম প্রকাশ করিয়াছিলাম। অন্যান্য স্কুলের ছাত্রগণের নাম না পাওয়ায় প্রকাশ করিতে পারি নাই। এবারে সকল বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রের নাম গুণানুসারে প্রকাশিত হইল।

১। মহম্মদ ইয়াসিন আলি, রঘুনাথগঞ্জ এম, ই, স্কুল।
২। সামসুদ্দিন, আহিরণ এম, ই, স্কুল।
৩। ননীগোপাল দাস, রঘুনাথগঞ্জ এম, ই, স্কুল।
৪। পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বেলড়িয়া এম, ই, স্কুল।
৫। ধীরেন্দ্রনাথ সরকার, আজিমগঞ্জ এম, ই, স্কুল।
৬। আবুল কাশেম, ভগবানগোলা এম, ই, স্কুল।

বাঙ্কীনাথ দাস (অনুন্নত সম্প্রদায়) গোবিন্দপুর এম, ই, স্কুল।

## ভারত শাসন সংস্কার বিষয়ে শ্বেতপত্রের প্রস্তাব সমূহ সম্পর্কে পার্লামেণ্টের জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টের সারাংশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

### রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং সামন্ত রাজ্যবর্গ।

নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রসংঘের ভিতর সামন্ত রাজ্যবর্গের বিশিষ্ট স্থান পূর্ণভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। রাজন্যবর্গ তাঁহাদের মনোভাব জ্ঞাপন করিয়া যে সকল বিবৃতি

দিয়াছেন তদ্দৃষ্টে কমিটী এই স্থির করিয়াছেন যে, রাজন্যবর্গ স্বীকার করেন যে সামন্ত রাজ্যসমূহ রাষ্ট্রসংঘে যোগদান করিলে কেবল ব্রিটিশ ভারতেরই নহে, সামন্ত রাজ্যসমূহেরও বিশেষ লাভ হইবে। কমিটি এ কথার উপর জোর দিয়াছেন যে কোন রাজন্য স্বেচ্ছায় না করিলে তাঁহার রাজ্যের পক্ষে রাষ্ট্রসংঘে যোগদান করা হইতে পারে না। কি প্রণালী অনুসারে কোন সামন্ত রাজ্য রাষ্ট্রসংঘে যোগদান করিতে পারিবে এবং আইনতঃ এইরূপ যোগদানের কি ফলাফল হইবে, কেবল তাহাই শাসনতন্ত্র বিষয়ক আইনে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইবে। রিপোর্টের কথায় বলিতে গেলে "সামন্ত রাজ্যসমূহ সম্বন্ধে বাধ্যতামূলক কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।"

নিখিল ভারতীয় কোন রাষ্ট্রসংঘ গড়িতে হইলে, সামন্তরাজ্যগুলি এইরূপ রাষ্ট্রসংঘের একটী অপরিহার্য্য অংশ হইবে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। রাষ্ট্রসংঘ গঠন করিতে হইলে তৎপূর্ব্বে এই সর্ত্ত পালিত হওয়া উচিত যে যথেষ্ট সংখ্যক সামন্ত রাজ্যের এই সংঘে যোগদান করিতে হইবে—এইরূপ একটী নীতি শ্বেতপত্রে প্রস্তাবিত হইয়াছিল। কমিটী এই নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। শ্বেতপত্রে প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, সামন্ত রাজ্যসমূহের মোট লোক সংখ্যার কমপক্ষে অর্দ্ধেক লোক যাহাদের রাজ্যে আছে এবং রাষ্ট্রসংঘের উপরিতন ব্যবস্থাপক সভার সামন্তরাজ্যসমূহের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনসমূহে কমপক্ষে অর্দ্ধেক আসনের যাঁহারা দাবী করিতে পারেন, এরূপ সংখ্যক রাজন্য যে পর্য্যন্ত রাষ্ট্রসংঘে যোগদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ না করেন, ততদিন পর্য্যন্ত রাষ্ট্রসংঘ সৃষ্ট হওয়া উচিত নহে। কমিটী এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

দেশীয় রাজন্যবর্গ নিজ নিজ রাজ্য হইতে রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থাপক সভার জন্য, সামন্তরাজ্যসমূহের প্রতিনিধি নিয়োগ করিবেন, এ বিষয়ে কমিটি মত দিয়াছেন কি অনুপাতে সামন্তরাজ্যসমূহ এবং ব্রিটিশভারত হইতে প্রতিনিধি নির্দ্দিষ্ট হইবে, সে বিষয়ে শ্বেতপত্রে যে প্রস্তাব ছিল, তাহা কমিটি গ্রহণ করিয়াছেন। সামন্তরাজ্যসমূহের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনগুলি কিরূপে বিভাগ করা হইবে, তাহার একটী পরিকল্পনা এই রিপোর্টে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মহামান্য বড়লাট বাহাদুর ও দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে কিছুদিন যাবত এই পরিকল্পনা লইয়া আলোচনা চলিতেছে। ছোটখাট বিষয়ে ইহার সংশোধন বা পরিবর্ত্তন সম্ভব হইলেও সামন্তরাজ্যসমূহ কর্ত্তৃক এই পরিকল্পনা বহুলভাবে সমর্থিত হইয়াছে। কমিটি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে এই ধরণের একটি পরিকল্পনাই যুক্তিযুক্ত এবং উপযোগী হইবে। যে সকল সামন্তরাজ্য সংঘে যোগদান করিবে না, তাহাদের কার্য্যের ফলে যাহাতে কোন ক্ষতি না হয়, তজ্জন্য সাময়িকভাবে অতিরিক্ত সুবিধার বন্দোবস্ত করিবার কথাও প্রস্তাবিত হইয়াছে।

কমিটী স্বীকার করেন যে, দেশীয় রাজন্যবর্গ যে সকল বিষয়কে রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, তাহা সকলক্ষেত্রে একইরূপ নাও হইতে পারে, এবং কোন বিষয় হাতে রাখিয়া দেওয়া উপযুক্ত বিষয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে সুযুক্তি প্রদর্শন করিতেও পারেন। ইহা স্বীকার করিয়াও কমিটী বিবেচনা করেন যে রাষ্ট্রসংঘের অধীন বিষয়গুলির আদর্শ তালিকার ক্ষেত্রবিশেষে ব্যতিক্রমকে ব্যতিক্রম বলিয়াই মনে করাই উচিত হইবে, উহাকে স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করা উচিত হইবে না। কমিটী একথা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতে চাহেন যে, যে স্থলে কোন দেশীয় রাজন্য এমন সকল বিষয় হাতে রাখিয়া দিতে চাহেন যে উহার ফলে তাঁহার রাষ্ট্রসংঘে যোগদান অসার হইয়া উঠে সে স্থলে তাঁহার রাষ্ট্রসংঘে যোগদান স্বীকার করিয়া লইতে মহামান্য সম্রাট বাহাদুর বাধ্য থাকিবেন না।

সপরিষদ মহামান্য বড়লাট বাহাদুর, মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের পক্ষে, বর্ত্তমান সময়ে সামন্তরাজ্যসমূহের উপর যে সার্ব্বভৌমত্বের অধিকার পরিচালনা করিয়া থাকে, সে অধিকার নিশ্চয়ই কোন রাষ্ট্রসংঘীয় কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতে পারে না। কমিটি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মানিয়া লইতেছেন যে রাষ্ট্রসংঘের ক্ষেত্রের বহির্ভূত বিষয়ে, দেশীয় রাজন্যবর্গের কেবল মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের সহিতই সম্পর্ক থাকিবে, এবং এই সকল বিষয়ে মহামান্য সম্রাট বাহাদুরকে পরামর্শ দিবার অধিকার মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্টের হাতে রহিবে।

রাষ্ট্রসংঘের এলাকা নির্দ্দেশ বিষয়ক আলোচনা সম্পর্কে কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে কতগুলি নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তে, রাষ্ট্রসংঘ সৃষ্টির তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে, এডেনের শাসনভার মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের গভর্ণমেণ্টের হস্তে দেওয়া উচিত।

ক্রমশঃ

## ঘোষণা পত্র।

যেহেতু বাঙ্গালা সরকারের মতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সম্পর্কে ১৯৩০ সালের বঙ্গীয় ফৌজদারী সংশোধক আইনের ২ ধারার ১ উপধারা অনুসারে আইনানুগভাবে হুকুম জারী করা যাইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করিবার যথোপযুক্ত কারণ আছে এবং যেহেতু সপারিষদ গভর্ণর বাহাদুর উক্ত আইনের ২ ধারা অনুবলে ঐ সকল ব্যক্তিকে যে কোন স্থানে পাওয়া যায় তথায় যে কোন পুলিশ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার করিয়া নিকটবর্ত্তী জেলা বা সেণ্ট্রাল জেলের হেফাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছিলেন, এবং যেহেতু ঐ সকল ব্যক্তিকে এখনও গ্রেপ্তার করা বা উক্ত আইনের ২ ধারা অনুবলে উক্ত হুকুমনামা হাতে হাতে জারী করা যায় নাই এবং যেহেতু লোকাল গভর্ণমেণ্টের মতে উক্তরূপে জারী করণার্থ বিহিত চেষ্টা করা হইয়াছে; সেই হেতু এক্ষণে সপারিষদ গভর্ণর বাহাদুর উক্ত ১৯৩০ সালের বঙ্গীয় ফৌজদারী সংশোধক আইনের ৩ ধারার ২ উপধারা অনুবলে ঐ সকল ব্যক্তিকে ১৫ দিনের মধ্যে নিজ নিজ জেলায় পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট হাজির হইবার জন্য আদেশ দিতেছেন।

১৯৩৪। ২৭শে ডিসেম্বর তারিখের ৪৯৮৯৫X নং নোটীশ—চট্টগ্রাম জেলার হাথাজারী থানার ফতেয়াবাদ গ্রামের বাবু চন্দ্রকুমার চৌধুরীর পুত্র বাবু বীরেন্দ্রবিনোদ চৌধুরী।

১৯৩৫ সালের ১০ই জানুয়ারী তারিখের ৫৬X নং নোটীশ—ঢাকা জেলার সেরাজদীখান থানার শেখরনগর (উত্তরহাটি) গ্রামের বাবু মোক্ষদামোহন রায়ের পুত্র বাবু পবিত্রমোহন রায় ওরফে ননীগোপাল রায় ওরফে পি, এস, রায় ওরফে ননী দা।

এতদ্বারা ১৯৩৪ সালের ২২শে নভেম্বর তারিখের ৪৬২৭৭X নং নোটীশ বাতিল হইল।

এস, এন, রায়।

এডিঃ সেক্রেঃ গভর্ণমেণ্ট অব বেঙ্গল।

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি
উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।
সত্বর দরের জন্য
পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং
প্রোঃ শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
৬৭।৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, বড়বাজার,:
কলিকাতা।

বৈদ্যনাথধামে সুবিধা।

তীর্থস্থানে পাণ্ডাগণের জুলুম তীর্থযাত্রীগণের পক্ষে বিরক্তি ও ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈদ্যনাথ ধামে এক পাণ্ডা বংশ আছেন তাঁহারা খুব ভদ্র এবং নির্লোভী ও যাত্রীগণের সুবিধার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়া থাকেন। ষ্টেশনে নামিয়া তাঁহাদের নাম করিলে অন্য কেহ টানাটানি বা জুলুম করিতে পারিবেনা।

৺হরিশ্চন্দ্র পাণ্ডার বংশধর—
শ্রীভুবনেশ্বর পাণ্ডা ও যোগীন্দ্রনাথ পাণ্ডা।

বাটী ভাড়া।

রঘুনাথগঞ্জে হিন্দু ভদ্রলোকের বাসোপযোগী একখানি বাড়ী ভাড়া দেওয়া হইবে। বাড়ীতে ৬ খান ঘর, পায়খানা ও বাড়ীর সংলগ্ন পুকুর আছে। নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট অনুসন্ধান করুন।

শ্রীচণ্ডীদাস ধর
রঘুনাথগঞ্জ।

সস্তায় রবার ষ্ট্যাম্প।

সকল প্রকার রবার ষ্ট্যাম্প এক সপ্তাহ মধ্যে সরবরাহ করা হয়। সমস্ত ষ্ট্যাম্পই কলিকাতায় প্রস্তুত এবং কলিকাতার অন্যান্য কারখানা অপেক্ষা জিনিষ ভাল অথচ দামে সস্তা। রবারের পকেট প্রেস, ডেটিং ষ্ট্যাম্প, সেল্‌ফ ইঙ্কিং প্যাড ও কালী সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রাপ্তিস্থান—"পণ্ডিত-প্রেস"
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

শুভ সংবাদ।

হিন্দু মাত্রেরই শুভ বিবাহে বরকনের উপযুক্ত সজ্জার মধ্যে মির্জ্জাপুরের গরদের সাড়ী, ধুতি, চাদর, ব্লাউজ পিস্ ও সর্ব্বপ্রকার জামার কাপড়ই সমধিক প্রসিদ্ধ ও মূল্য সুলভ। যাহাতে জঙ্গিপুরে ঘরে বসিয়াই মির্জ্জাপুরের সকল প্রকার বস্ত্র পাইতে পারেন তজ্জন্য রঘুনাথগঞ্জে একটী এজেন্সী স্থাপিত হইয়াছে। অর্ডার দিলে অতি সত্বর পছন্দমত কাপড় সরবরাহ করিয়া থাকি। ঠকিবার কোন কারণ নাই। মির্জ্জাপুরের দরে ঘরে বসিয়াই পাইবেন। সকল প্রকার মটকার ধুতি, সাড়ী, চাদর ও থান পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

নিবেদক—শ্রীঅবনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
।এজেণ্ট
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
(শিবতলার সন্নিকট)

বৈজ্ঞানিক রবার দ্রব্য।ঃ

রবার কুশন (বেড-সোর বা শয্যাক্ষত নিবারক) প্রত্যেকটী ৭৲

রবার গ্লোভস্ (অপারেশনে সার্জ্জেনের ব্যবহার্য্য) জোড়া ৩৲

ফিঙ্গার ষ্টল্ (আঙ্গুলে পরিবার জন্য) প্রত্যেকটী ।/০

রবার ক্যাপ (গর্ভরোধক ও সংক্রামক রোগ নিবারক) ডজন ৩৲

রবার পেশারী (স্ত্রী-ব্যবহার্য্য—বড়, মধ্যম, ছোট) প্রত্যেকটী ২৲

বিস্তারিত মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

পি, বি, সাপ্লাই এজেন্সী,
পোষ্ট বক্স নং ১১৪০৪ কলিকাতা।

ত্বকের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য
সংরক্ষণের অভিনব
প্রসাধন দ্রব্য

## রেডিয়ম স্নো

শিশুদিগের কোমল চর্ম্মে
নিরাপদে ব্যবহার
করা যায়।

ত্বকের উপর অদৃশ্যভাবে অতি সূক্ষ্মত আবরণরূপে লাগিয়া থাকে। গ্রীষ্ম-জনিত কষ্ট এবং চর্ম্মরোগ হইতে দেহকে রক্ষা করে।

স্বনামধন্যা শ্রীমতী সরলা দেবী বলেনঃ—রেডিয়ম স্নো দেখিতে সুন্দর, ঘ্রাণে সুগন্ধি ও স্পর্শে কোমল। ইহার আকার প্রকারের সৌষ্ঠব বিলাতীর সমতুল। দেশী কার-খানায় দেশী লোকের দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে—না জানিলে ইহাকে একটী শ্রেষ্ঠ বিলাতী বস্তু বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

(স্বাঃ) শ্রীসরলা দেবী।

প্রস্তুতকারক—
রেডিয়ম ল্যাবরেটরী
কলিকাতা।
ফোন—৩০৬২ বি, বি।

সোল এজেন্টস্—
বসাক ফ্যাক্টরী
৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন—২১৮৩ বড়বাজার।

সব দোকানে পাওয়া যায়।

---

## বেঙ্গল আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্কসের

## চাঁদমার্কা পাচন

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ
নূতন জ্বর ১ দিনে, পুরাতন জ্বর ৩ দিনে আরোগ্য হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—চাঁদ মার্কা পাঁচনের জাল ধরা পড়ায় উহার প্রতিকারার্থ শিশির প্যাকিংএর কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। পূর্ব্বে কেবলমাত্র সাদা কাগজে নিয়মাবলী দেওয়া হইত এখন প্রত্যেক শিশির গায়ে হলুদ বর্ণের কাগজে পাচন প্রস্তু-তের বিবরণ ছবি সমেত ও ব্যবহার বিধি এবং আমাদের কুইনাইন ট্যাবলেট, রেডিয়ম স্নো প্রভৃতির বিবরণ ছাপিয়া পুস্তকাকারে দেওয়া হইয়াছে। গ্রাহকগণ এখন হইতে বর্ত্তমান প্যাকিং দেখিয়া মাল গ্রহণ করিলে নিরাপদ হইবেন এবং খাঁটি জিনিষ পাইবেন।

সোল এজেন্টস :—
বসাক ফ্যাক্টরী—৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

## বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

পরীক্ষিত ঔষধাবলী
কণ্টিক
বসন্তের প্রতিষেধক।
পেপ—অজীর্ণে ও অম্লে।
বিস—হিষ্টিরিয়ার ঔষধ।
লুং—হাঁপানীর উপকারী।
হর—চুলকানি ও চর্ম্মরোগে।
মূল্য প্রতি ড্রাম ।০ আনা।

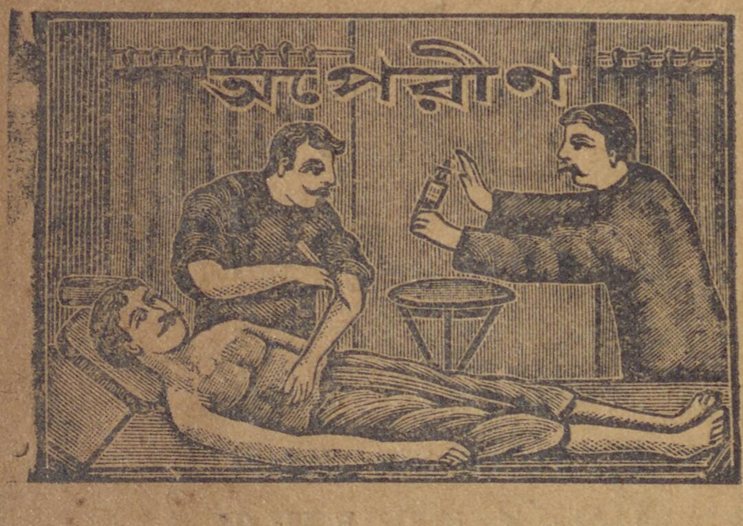


### সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর!

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুনকা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণা-প্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲, ডজন ১০৲ মাত্র।

### দামোদর সুধা

ইহা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, পিত্তশ্লেষ্মার জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর অতি সত্বর আরোগ্য হয়। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত ব্যক্তি লিভার ও প্লীহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ন্যাবা, শোথযুক্ত জীর্ণ শীর্ণ এমন কি অস্থি চর্ম্মসার হইয়াও এই দামোদর সুধা ব্যবহারে নিত্যই আরোগ্যলাভ করিতেছেন। মূল্য ॥৵০ প্লীহার মালিষ সমেত ১৲

ফেরোকল—যাবতীয় গণোরিয়া (মেহ, প্রমেহ) রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। আজকাল প্রায় অধিকাংশ যুবক যুবতী এই রোগে আক্রান্ত হইয়া যৌবনে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হন, এবং নানাপ্রকার যন্ত্রণায় মর্ম্মপীড়া ভোগ করেন এমন কি অনেকে জীবনে হতাশ হইয়া থাকেন। ইহা ব্যবহারে উক্ত যন্ত্রণা প্রস্রাবে জ্বালা ও পুঁজ ২।৩ দিনে আরোগ্য করে। একটী পিচকারীসহ প্রতি শিশি মূল্য ১৷০ উক্ত ঔষধ সমূহ ভিঃ, পিতে লইলে মাশুলাদি স্বতন্ত্র লাগে।

সোল প্রোঃ ডাঃ বিরায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

এজেন্টস্—
এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
কলিকাতা

সন ১৩৪১ সালের ক্যালেণ্ডার বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে

---

১৮২৭ সালে আবিষ্কৃত

### ধবল বা শ্বেতি (শ্বেতকুষ্ঠ)

রোগের অব্যর্থ মহৌষধ ব্যবহার করিয়া অসংখ্য রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে, কেহই নিস্ফল হয় নাই। যে অঙ্গে যত দিনেরই রোগ হউক সপ্তাহে লাল হইয়া ক্রমে নির্দ্দোষ স্থায়ী আরোগ্য হয়, পুনরাক্রমণের কোন আশঙ্কা থাকে না। ঔষধে কোন দুর্গন্ধ বা বিষাক্ত পদার্থ নাই। মূল্য তৈল ও চূর্ণ ২৷০ টাকা।

বসু এণ্ড সন্স
১০।১এ, বকুলবাগান ১ম লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা।

---

## সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ
শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ :—শ্যামবাজার (মার্কেট) কলিকাতা * ২১৩ বৌবাজার (কলিকাতা) ৬৭।৪ ষ্ট্রাণ্ড রোড (বড়বাজার) কলিকাতা * চট্টগ্রাম * জমসেদপুর (সাকচী হাইওয়ে) বিহার * তিনশুকিয়া (আসাম) * গৌহাটী (আসাম) * দিনাজপুর * পাটনা (বিহার) * পাটুয়াটুলী (ঢাকা) * বগুড়া * বর্দ্ধমান * ভাগলপুর (বিহার) * মানিকগঞ্জ * মেদিনীপুর রেঙ্গুন (২০২ লুইস ষ্ট্রীট) ব্রহ্মদেশ * লাহোর (পাঞ্জাব) * সিঙ্গাপুর (মালয় দেশ) * লণ্ডন এজেন্সি—হাই-হলবরণ * কলম্বো (সিলোন)।

সর্ব্ববিধ ঔষধ বিশুদ্ধভাবে ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রমতে আমার নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইতেছে। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। বিস্তারিত অবস্থা জানাইলে যত্নের সহিত উপযুক্ত ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ * বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ সের ৩৲
শুক্রসঞ্জীবন সের ১৬৲ * অবলাবান্ধব যোগ ১৬ মাত্রা ২৲

---

### হোমিও ঔষধ! হোমিও ঔষধ!!

সস্তায় বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধতার জন্য গ্যারাণ্টি।
সাধারণ শক্তি (potency) ৩, ৬, ৩০ প্রতি ড্রাম ৵১৫, ২০০ প্রতি ড্রাম ৵০ মাত্র।
উৎকৃষ্ট সুগার, গ্লোবি উল, কর্ক, শিশি ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাস (হোমিওপ্যাথ)
প্রাপ্তিস্থান—অটলবিহারী-শাখা-ঔষধালয়।
রঘুনাথগঞ্জ, চাউলপট্টি, (মুর্শিদাবাদ)

---

## কলোনিয়াল কুইনাইন কোম্পানীর

### "সি, কিউ, সি" কুইনাইন ট্যাবলেট

ভারতের একমাত্র দেশীয় কুইনাইন প্রস্তুতের কারখানা।
কাঁচা মাল, পরিশ্রম, মূলধন সমস্তই ভারতের নিজস্ব। বিস্তারিত বিবরণ ও দরের জন্য পত্র লিখুন।

সোল ডিষ্ট্রীবিউটার—বসাক ফ্যাক্টরী
৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।